লোকপেশায় লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

শ্রীকান্ত কর্মকার

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য বা টিকে থাকার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যিক—খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান। তার উদ্দেশ্যেই মানুষের যাবতীয় কর্ম-সাধনা। আমরা আমাদের সমাজে কিছু কিছু লোকায়ত পেশার সঙ্গে লোকবাদ্যযন্ত্র বা দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করি। প্রাচীনকাল থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলি আরও উন্নত হয়েছে। লোকপ্রযুক্তিতে তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রগুলি পরবর্তী সময়ে নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। লোকপেশায় ব্যবহৃত সেই বাদ্যযন্ত্রগুলির ব্যবহার আমাদের আলোচনার বিষয়।

প্রথমেই আলোচনা করব মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে; যে যন্ত্রটিতে সাতটি স্বরের সমাগম ঘটেছে। যন্ত্রটি হলো মানুষের বাক্‌যন্ত্র। সংগীতের ভাষায় এই যন্ত্রটিকে বলা হয় কণ্ঠবীণা। তবে বাক্‌যন্ত্রকে ঠিক বাদ্যযন্ত্র বলা যায় না। কারণ বাদ্যযন্ত্রকে বাজানো হয়। কিন্তু বাক্‌যন্ত্র সে শর্ত মানে না। বাক্‌যন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি যন্ত্র। লোকপেশায় যুক্ত মানুষের নিজ বাক্‌যন্ত্রটি একটি বাদ্যযন্ত্রের মতোই হয়ে ওঠে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে তা সবসময় চোখে পড়ে। লজেন্স, ঝালমুড়ি, চা-কফি, সবজি বিক্রেতা, যেকোনো ধরনের ফেরিওয়ালার হাঁক-ডাক বাসে বা ট্রেনে ফেরি করার সময় শোনা যায়। আর এইগুলি বলার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের বলার থেকে অনেকটা তফাত লক্ষিত হয় আর তা শুনলেই ধরা যায়। এরপর চলে আসা যাক প্রকৃত লোকবাদ্যযন্ত্রগুলির প্রসঙ্গে।

১. ডুগডুগি : 'ডুগডুগি' এই বাদ্যযন্ত্রটি খুবই পরিচিত, মহাদেবের হাতে থাকে তা আমাদের সকলেরই জানা। এই বাদ্যযন্ত্রটি মূলত কাঠ দিয়ে তৈরি হয় আর তার দুই পাশের খালি বা ফাঁকা অংশটি চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া বা ঢাকা দেওয়া থাকে। বাদ্যটিকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে নাড়ালে তার মধ্যেখানে বাঁধা সুতোর দুই পাশের অগ্রভাগের শক্ত অংশ দুই দিকের চামড়াতে আঘাত করে আর তা থেকে 'ডুগ-ডুগ-ডুগ' আওয়াজ বেরিয়ে আসে। ডুগডুগি আকারে ছোটো, বড়ো ও মাঝারি হয়। তবে মাঝারি আকারের ডুগডুগির ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়। ডুগডুগি বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহার একাধিক লোকপেশায় দেখা যায়। ডুগ-ডুগ আওয়াজ পেলেই গ্রামগঞ্জের ছেলেরা জানতে পারে খাজা বিক্রি করতে খাজাওয়ালা এসেছে। ভাঙা লোহা, প্লাস্টিক, টিন, কাগজ ইত্যাদি পুরোনো জিনিস কেনার জন্যে যে সমস্ত লোক আসে তারাও এই ডুগডুগি বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করে থাকে বিক্রেতাদের জানান দেওয়ার জন্য।

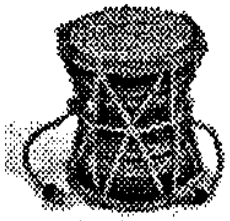

বাঁদরের নাচ

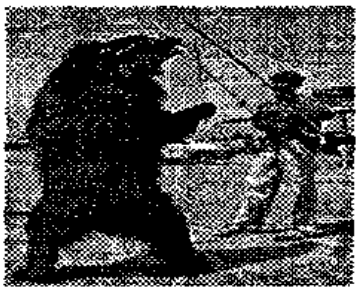

ভালুক নাচ

বাঁদর বা ভালুকের নাচ দেখানোর সময় ডুগডুগি ব্যবহৃত হয়। ডুগডুগির তালে তালে বাঁদর আর ভালুক তার বিভিন্ন নাচ ও খেলা দেখায়। অনেক সময় ডুগডুগির সঙ্গে আরো একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দেখা যায় আর সেটা হলো বাঁশি।

২. **বাঁশি :** বাঁশি বাদ্যযন্ত্রটি বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। সরু লম্বা বাঁশিটির গায়ে সাত থেকে আটটি ছিদ্র থাকে। মুখে করে হাওয়া দিয়ে ছয়টি আঙুলের মাধ্যমে সুরে বাজানো হয়। বিভিন্ন প্রকারের বাঁশি বিক্রি করা হয় বাঁশির সুরের কেরামতি দেখিয়ে।

৩. **কাঁশি :** বাঁশি বাজিয়ে যেমন বাঁশি বিক্রি করা হয় সেরকমই কাঁসার থালা বাজিয়ে কাঁসা-পিতলের থালা ও কাঁসা-পিতলের অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করার দৃশ্য গ্রাম-গঞ্জে লক্ষ করা যায়। কাঁসার থালার স্থানে অনেক সময় কাঁসির ব্যবহার দেখা যায়। 'কাঁসি' অনেকটা থালার মতোই দেখতে। একটা ছিদ্র করে তাকে দড়ি দিয়ে ছোটো করে বাঁধা হয়। সেই দড়ি দিয়ে বাম হাতে ঝুলিয়ে ধরে ডান হাতে করে একটা কাঠের বস্তু দিয়ে আঘাত করলে আওয়াজ হয়। গ্রামের লোক বুঝতে পারে যে কাঁসা পিতলের সামগ্রী বিক্রি করতে এসেছে। এরা নতুন সামগ্রী বিক্রি যেমন করত তেমনি কাঁসা পিতলের পুরাতন সামগ্রী কিনে নিয়ে যেত। তবে বর্তমানে এই শ্রেণির পেশা অনেক কমে গেছে। কারণ কাঁসা-পিতলের সামগ্রীর ব্যবহার অনেক কমে গেছে, স্টিল, প্লাস্টিক, ফাইবারের সামগ্রীর প্রচলন বেড়ে যাওয়ায়।

৪. **বীণ :** বেদে সম্প্রদায়ের লোকের পেশা সাপখেলা দেখানো। সাপখেলা দেখানোর অনবদ্য বাদ্যযন্ত্র হলো 'বীণ'। বীণ দেখতে মাকুরের মতো। তবে মধ্যেখানটা নারকেলের মতো গোল। দুই পাশ আসতে আসতে সরু হতে হতে শেষ হয়েছে। বীণকে চলতি ভাষায় 'সাপুড়ে-বাঁশি' ও বলা হয়। এই বাঁশির এক দিক থেকে হাওয়া দিয়ে অপর পাশে আঙুল দিয়ে এক ধরণের মাদকতার সুরে বাজানো হয়। সাপখেলা দেখানোর ক্ষেত্রে বীণ বা সাপুড়ে বাঁশি ছাড়াও বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে সাপের খেলা দেখানোর নিদর্শন চোখে পড়ে। তবে বীণকেই মুখ্য ধরা হয়।

৫. **ঢোল :** 'ঢোল' হলো কাঠ দিয়ে তৈরি মাকুরাকৃতি বাদ্যযন্ত্র। কাঠের মোটা গোল অংশ নিয়ে তার মধ্যেকার অংশ খোদাই করে ফাঁপা করা হয়। তার দুই পাশ পশুর চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া বা ঢাকা দেওয়া হয়। এই ঢোল বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে। পটুয়ারা যখন পট দেখায় এবং গান করে তখন গানের তালে তালে এই বাদ্যটি বাজায়। দড়ির ওপর বিভিন্ন প্রকার ব্যালেন্সের খেলা দেখানোর সময় বা জিমনাস্টিক দেখানোর সময় গ্রামাঞ্চলে এই ঢোল বাজানো হয়। কবিগান গাওয়ার

সময়ও ঢোল বাজানো হয়। তবে কবিগানে ব্যবহৃত ঢোল আকারে আগের গুলোর তুলনায় একটু বড়ো হয়।

৬. ঘণ্টা : মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ঘণ্টা ঝুলন্ত অবস্থায় আমাদের চোখে পড়ে। আবার পুজোর সময় পূজারির হাতেও ঘণ্টা বাজতে দেখি। অনেক সময় আমরা নঞর্থক বোঝাতে 'ঘণ্টা' বলি। কিন্তু এই ঘণ্টা কিছু মানুষের সদর্থক লোকপেশায় যুক্ত। ধাতু দিয়ে তৈরি এই বাদ্যটি ফানেলের মতো দেখতে। ভিতরের ফাপা অংশের মধ্যে একটা ধাতুর গোলাকার বস্তু লাগানো থাকে। ঘণ্টা নাড়ালে ভিতরের বস্তুটি ঘণ্টার গায়ে আঘাত করে এবং তা থেকে ঢং ঢং আওয়াজ বেরিয়ে আসে। আকার অনুযায়ী ঘণ্টার সুরের এবং আওয়াজের তারতম্য ঘটে। এই বাদ্যটির অধিক প্রচলন দেখা যায় তা হলো কুলফি এবং শোনপাপড়ি বিক্রি করায়। ঘণ্টার ঢং ঢং আওয়াজ থেকেই বোঝা যায় যে কুলফি বা শোনপাপড়ি বিক্রি করতে ফেরিওয়ালা এসেছে।

৭. হর্ণ বা পিক্‌পিক : এমন একটা বাদ্যযন্ত্র যা টিনের তৈরি বাঁশির মতো আর তার এক পাশে রাবারের শক্ত গোলাকার বলের মতো থাকে। রাবারের বলে চাপ দিলে টিনের বাঁশির মুখ থেকে আওয়াজ বের হয়। একে 'হর্ণ' বা চলতি ভাষায় 'পিকপিক্' বলা হয়। এই বাদ্যটি আইসক্রিম ফেরিওয়ালারা ব্যবহার করে তাদের পেশায়। এর পিক্‌পিক্ আওয়াজ গ্রামের ছেলেদের উতলা করে তোলে। আবার এই হর্ণ ট্রলিভ্যান এবং রিক্সাওয়ালারাও তাদের পেশায় ব্যবহার করে থাকে। পথ চলার সময় মানুষকে সচেতন করার জন্য, যাতে পথচারী কোনো মানুষ তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

তবে রিক্সা বা ট্রলিভ্যান এবং আইসক্রিম ফেরিওয়ালার পিক্‌পিক্ বাজানোর মধ্যে যথেষ্ট তফাত লক্ষ করা যায়। আইসক্রিম ফেরিওয়ালারা অনেকটা লম্বাটানে এবং অনেকক্ষণ ধরে আর রিক্সা বা ট্রলিভ্যানওয়ালা বাজায় ছোটো ছোটো টানে অল্পক্ষণ ধরে, অর্থাৎ ছন্দের বিচারে ধরলে ট্রলিভ্যান ও রিক্সাওয়ালা হর্ণ বাজান দলবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্যে আর আইসক্রিম ফেরিওয়ালাগণ হর্ণ বাজান মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মতো লম্বা টানে।

৮. একতারা : আমরা দেখি কেউ কেউ ঈশ্বরের সাধনার জন্য বাউল হয়। আবার কেউ কেউ বাউলকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে জীবনযাত্রায়। গেরুয়া বস্ত্র পরে গেরুয়া পাগড়ি বেঁধে সংগীতে মত্ত থাকে আর সেই সংগীতে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হাতে থাকে একতারা, বাঁয়া তবলা কোমরে বাঁধা থাকে আর পায়ে থাকে ঘুঙুর। কোনো কোনো বাউলকে গাবগুবি বা গুপিযন্ত্র বা আনন্দলহরী এবং দোতারা সহযোগে দেখা যায়।

'একতারা' এক তার বিশিষ্ট বাদ্য। বাউলের একতারাটি তৈরি হয় লাউ-এর খোল থেকে। লাউ পেকে শুকিয়ে গেলে লাউ-এর ভিতরের অংশ পরিষ্কার করা হয়। তারপর নীচের অংশ কেটে সেই স্থানে পশুর চামড়া আঠা দিয়ে লাগানো হয়। উপরের অংশ বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। মধ্যেখানে একটা সরু লোহার তার নীচের চামড়া অংশ থেকে বাঁশের শেষ অংশ পর্যন্ত বরাবর থাকে। তারটিকে টান দেওয়ার জন্য একটা চাবি থাকে। লাউ ছাড়াও কাঠ দিয়ে, টিনের কৌটো দিয়ে একই পদ্ধতিতে একতারা তৈরি করা হয়।

৯. গুপিযন্ত্র/আনন্দ লহরী : গুপি যন্ত্র বা আনন্দ লহরীটি তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। দুই মুখ খোলা কাঠের এই বাদ্যটির একদিক চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। চামড়ার মধ্যেখানে একটি ছিদ্র দিয়ে একটি লোহার সরু তার লাগানো থাকে। তারের এক প্রান্তে হাতে ধরার জন্য ছোটো ঘটির মতো অংশ থাকে। সেই তারের মধ্যে দিয়ে ইচ্ছে মতো তারটিকে শক্ত করে বা হালকা করে টানের মাধ্যমে এবং একটি ছোটো 'ছুরি' নামক বস্তুর পুনঃপুন ঘর্ষণে সুর সৃষ্টি করা হয়।

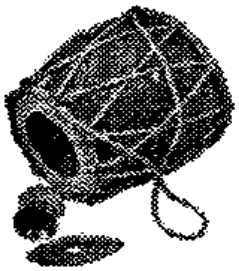

১০. বাঁয়া : বাঁয়া পোড়া মাটি দিয়ে তৈরি হয়। দেখতে বাঁয়া তবলার মতো তবে বাউলের বাঁয়া আকারে একটু ছোটো হয়। মাটির হাঁড়ির মতো পাত্রটির খালি মুখটি চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া থাকে। এই বাঁয়া বাউলরা বাঁ হাত দিয়ে বাজায়। বায়াটি কোমরে বাঁধা থাকে।

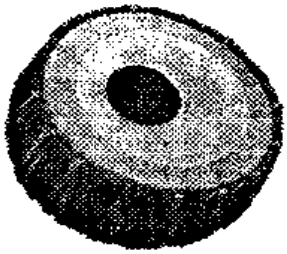

১১. ঘুঙুর : ঘুঙুর আকারে একটু ছোটো হয়। লোহা, কাঁসা, পিতলের তৈরি হয়। দুই পায়ে দড়ি দিয়ে একগুচ্ছ করে বাঁধা থাকে।

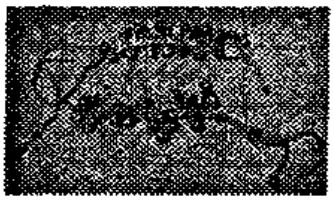

১২. ডুবকি : 'ডুবকি' একটি কাঠের গোল অংশ। তার এক পাশে চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে আর তার গোলাকার চার দিকে ছোটো ছোটো ঘুঙুর বা ওই জাতীয় জিনিস লাগানো থাকে।

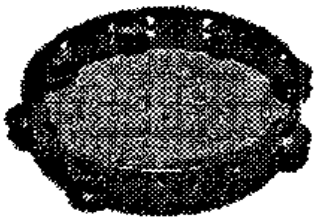

১৩. দোতারা : আর একটি বাদ্য বাউলদের হাতে মাঝে মধ্যে দেখা যায় তা হলো দোতারা। কাঠ দিয়ে তৈরি লম্বা বস্তুটির চওড়া দিকের অংশ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। দুটি তার থাকে তাই 'দোতারা' বলা হয়। লম্বালম্বি তার দুটির উপরের দিকে চাবি থাকে সেই চাবি দিয়ে সুর ঠিক করা হয়। একতারা যেমন এক হাত দিয়ে বাজানো যায় কিন্তু দোতারা দুই হাত ছাড়া বাজানো যায় না।

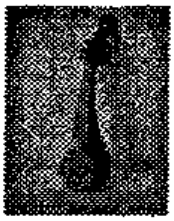

১৪. খঞ্জনি বা করতাল ও খোল : হরিনাম বৈষ্ণবের ধর্ম সাধনার অঙ্গ। আবার কেউ কেউ হরিনামকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আর এই পেশায় কিছু বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তার মধ্যে প্রধান হলো খঞ্জনি বা করতাল। করতাল তামা, পিতল বা

কাঁসা দিয়ে তৈরি হয়। দুই হাতে করে সরু দড়িতে বাঁধা দুটি করতাল বাজানো হয়। এছাড়াও থাকে খোল। খোল মাটি দিয়ে তৈরি চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া বা ছাদন করা মাকুরাকৃতির বাদ্য। একদিকের অংশ থাকে সরু অন্যদিক একটু বড়ো। দুই হাতে করে বাজানো হয়।

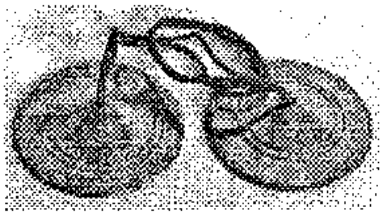

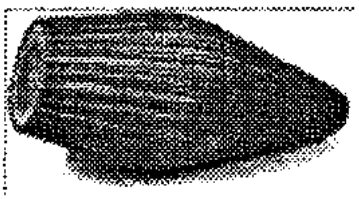

১৫. ঢাক : 'ঢাক' যারা বাজায় তাদের বলা হয় ঢেকো বা ঢাকি। ঢাকি হলো একটা পেশা। ঢাকির প্রয়োজন সকলের জানা। যে কোনো পুজোতে ঢাক অবশ্যই দরকার। এই ঢাক কাঠের বড়ো অংশ থেকে মধ্যেখানের অংশ খালি করে তার দুই দিকে চামড়া দিয়ে শক্ত করে ছাওয়া বা ঢাকা দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে কাঠের বদলে লোহা দিয়েও তৈরি হয় ঢাকের ফাঁকা অংশ। একটি ঢাকের একপাশটাই বাজানো যায়। বাঁশের ছোটো কাঠি দিয়ে এই বাদ্যটি বিভিন্ন ছন্দে বাজানো হয়।

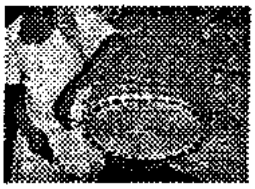

বর্তমানে এই সব লোকবাদ্যযন্ত্রগুলির অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দেখছি এই সমস্ত পেশার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ক্ষেত্রে মানুষ তার কষ্ট লাঘবের জন্য ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র, রেকর্ডিং প্রভৃতির ব্যবহার করছে। আচার বিক্রি, আইসক্রিম বিক্রি, কুলফি বিক্রি, ম্যাজিক খেলা দেখানো, জড়িবুটি বিক্রি, কাঁসা পিতলের জিনিসপত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেকর্ডিং-এর ব্যবহার চোখে পড়ছে। এছাড়াও এই ধরনের পেশাগুলি আস্তে আস্তে আমাদের সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে। গ্রামগঞ্জে আগের মতো খাজা, শোনপাপড়ি, কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র বিক্রি করতে আসা দেখা যায় না। সাপ খেলা, ম্যাজিক খেলা, ভালুক নাচ, বাঁদর নাচ, পট খেলা প্রভৃতি পেশার মানুষদের আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের সমাজে এবং সংস্কৃতিতে সব সময় কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়েই চলেছে। এই পরিবর্তন আদিযুগ থেকে হয়ে আসছে। আমাদের বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতিতেও বিশ্বায়নের প্রভাব পড়েছে। বিশ্বায়নের ডাকে সাড়া দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতিতে নতুন কিছু যেমন যোগ হচ্ছে আর তার সাথে সাথে পুরাতন ঐতিহ্য হারিয়েও যাচ্ছে।

তথ্যের সন্ধানে

১. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪

২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা লোকসাহিত্য', প্রথম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৩